সংবাদ

তারিখ 25 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

# চট্টগ্রামে কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও কলেজের নামে চলছে বাণিজ্য

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বন্দর নগরী চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে চলছে অরাজকতা। প্রাথমিক শিক্ষার নামে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো অভিভাবকদের সঙ্গে নিত্য প্রতারণা করছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কাঁচা পয়সার লোভে নগরীর অলি-গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে তুলছে কিন্ডারগার্টেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এসব প্রতিষ্ঠানে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার পরিবর্তে পাচ্ছে খণ্ডিত শিক্ষা। অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেনেই চলছে জামায়াত-শিবিরের জমজমাট শিক্ষা বাণিজ্য। একইভাবে অন্য কিন্ডারগার্টেনগুলোতেও চলছে শিক্ষার নামে বাণিজ্য।

বেসরকারি তথ্যমতে, বর্তমানে চট্টগ্রাম নগরীতে প্রায় ৫ হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ রয়েছে। কোন নিয়মনীতি ছাড়াই চলছে এসব স্কুল-কলেজের কার্যক্রম। ১৯৯৯ সালে সরকার এসব স্কুলের জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করে দিলেও তারও তোয়াক্কা করছে না অধিকাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষ। অসাধু ব্যবসায়ীরা শুধু অর্থের লোভে কোন ধরনের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নেমে পড়ছে এ ব্যবসায়।

এসব প্রতিষ্ঠান দেখার দায়িত্ব কার তা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ প্রতিবেদক চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসহ সরকারি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে গিয়েও এসব প্রতিষ্ঠান আসলে কার দায়িত্বে চলছে তা খুঁজে বের করতে পারেননি। শিক্ষা বোর্ড বলছে, সরকার এখনও কাউকে দায়িত্ব দেয়নি। অন্যদিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রাথমিক বিভাগটি দেখার দায়িত্ব আমাদের। তবে যারা নিয়ম মানছে না তাদের দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়।

সূত্র জানায়, নগরীর অলি-গলিতে প্রায় ৫ হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলের অধিকাংশেরই নেই কোন সরকারি অনুমোদন। তারপরও তারা প্রতিনিয়ত ভর্তি করাচ্ছে শিক্ষার্থীদের। সরজমিন গিয়ে দেখা যায়, অনেক স্কুল গড়ে তোলা হয়েছে ময়লা-আবর্জনার পাশে।

এসব কিন্ডারগার্টেনের অধিকাংশই মানে না কোন নিয়মনীতি। সরকারের নীতিমালাকে পাশ কাটিয়ে এসব স্কুলের কর্তৃপক্ষ নিজেরাই তৈরি করছে নিজস্ব নীতিমালা। মনের মতো করে নিজেরাই তৈরি করছেন প্রশ্নপত্র ও সিলেবাস, যা কোমলমতি শিশুদের স্বাভাবিক মেধা বিকাশে অনেক ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা মতপ্রকাশ করেছেন।

কয়েকটি কিন্ডারগার্টেনের মালিক বিভিন্ন নাম দিয়ে গড়ে তুলছেন এসোসিয়েশন। সর্বশেষ গিয়ে বায়েজীদ রেসিডেন্সিয়াল নামের একটি এসোসিয়েশনের সন্ধান মিলেছে। তিনটি কিন্ডারগার্টেন মিলে গড়ে তুলেছে ওই এসোসিয়েশন।

কোন ধরনের শিক্ষাগত বা প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এসব প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে যাচ্ছেন ওইসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান। ব্যবহার করছেন 'অধ্যক্ষ' পদবি। শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছেন অযোগ্যদের। অভিযোগ উঠেছে এসব স্কুল-কলেজের অধিকাংশ শিক্ষকেরই নেই পড়ানোর মতো প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা।

তবে কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যক্ষ মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, সরকার সাধারণ মানুষের শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার পূরণ করতে পারছে না। তাই আমরা চেষ্টা করছি এই অধিকার কিছুটা হলেও পূরণ করতে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সচিব প্রফেসর ড. হরিবল চন্দ সংবাদকে বলেন, তাদের দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। সরকার এজন্য কোন মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দিয়েছে কি না তাও তিনি জানেন না।